এ্যাডভোকেসি কিভাবে করে

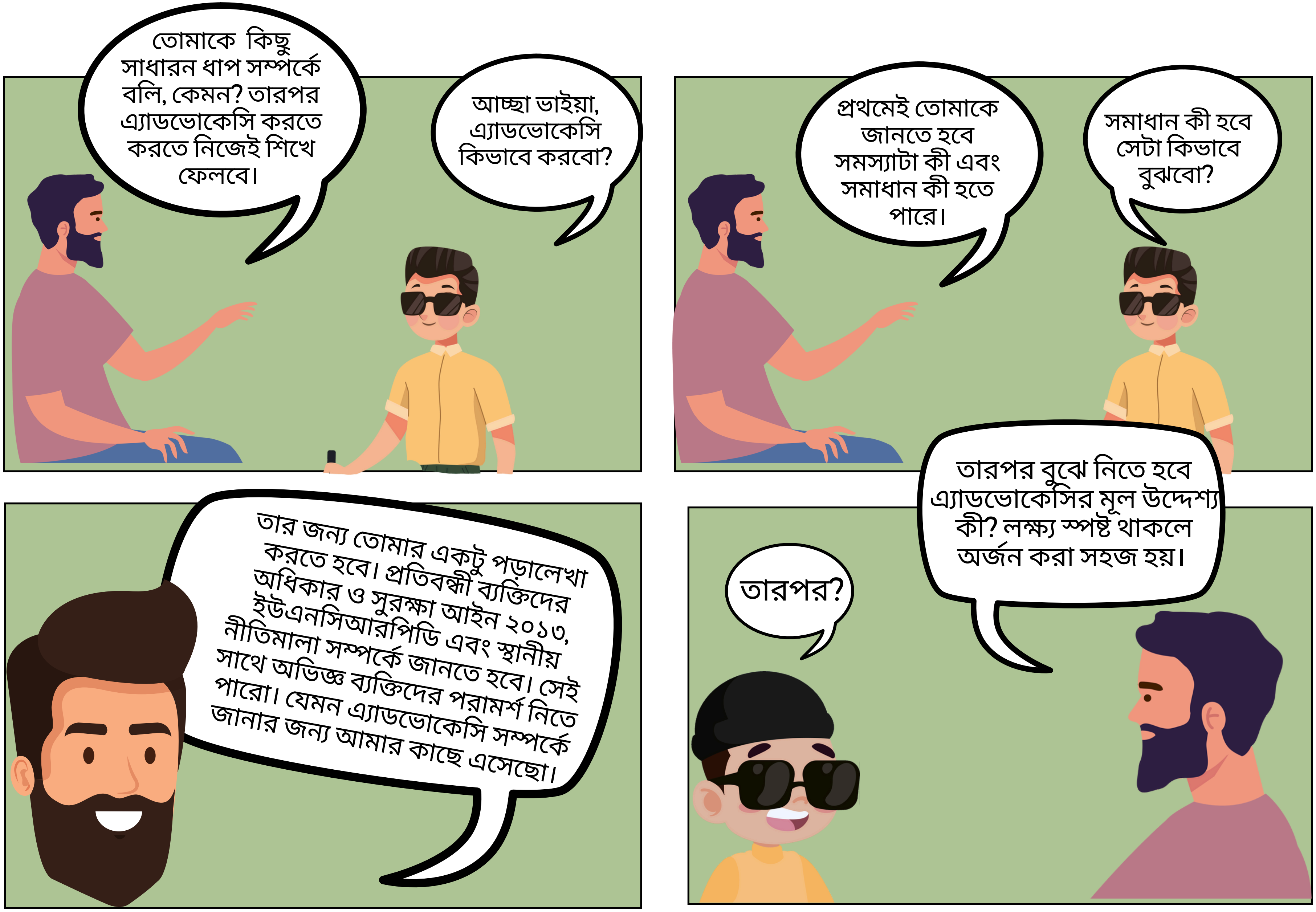
তোমাকে কিছু সাধারন ধাপ সম্পর্কে বলি, কেমন? তারপর এ্যাডভোকেসি করতে করতে নিজেই শিখে ফেলবে।
আচ্ছা ভাইয়া, এ্যাডভোকেসি কিভাবে করবো?
প্রথমেই তোমাকে জানতে হবে সমস্যাটা কী এবং সমাধান কী হতে পারে।
সমাধান কী হবে সেটা কিভাবে বুঝবো?
তার জন্য তোমার একটু পড়ালেখা করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, ইউএনসিআরপিডি এবং স্থানীয় নীতিমালা সম্পর্কে জানতে হবে। সেই সাথে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিতে পারো। যেমন এ্যাডভোকেসি সম্পর্কে জানার জন্য আমার কাছে এসেছো।
তারপর?
তারপর বুঝে নিতে হবে এ্যাডভোকেসির মূল উদ্দেশ্য কী? লক্ষ্য স্পষ্ট থাকলে অর্জন করা সহজ হয়।

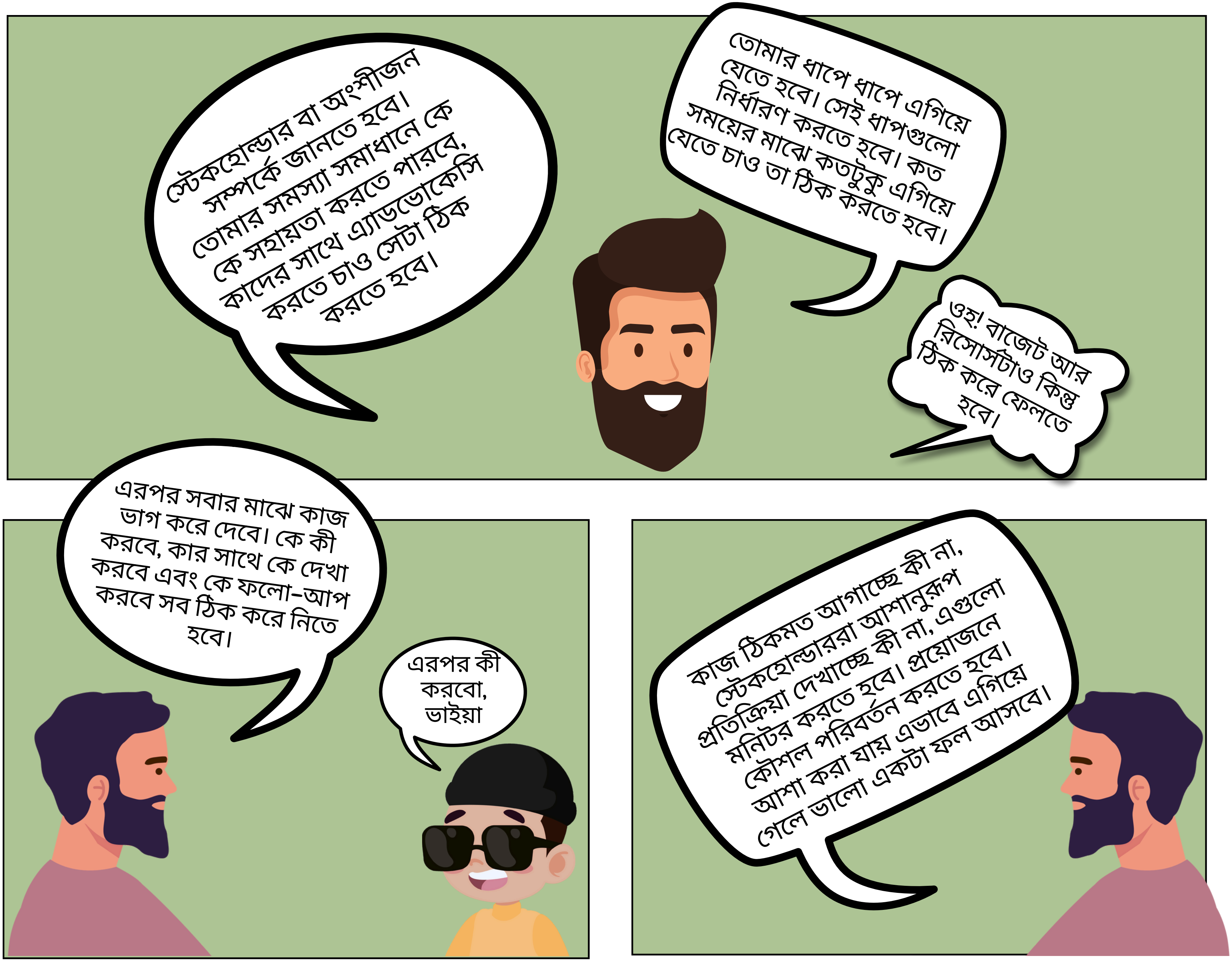
স্টেকহোল্ডার বা অংশীজন সম্পর্কে জানতে হবে। তোমার সমস্যা সমাধানে কে কে সহায়তা করতে পারবে, কাদের সাথে এ্যাডভোকেসি করতে চাও সেটা ঠিক করতে হবে।
তোমার ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে। সেই ধাপগুলো নির্ধারণ করতে হবে। কত সময়ের মাঝে কতটুকু এগিয়ে যেতে চাও তা ঠিক করতে হবে।
ওহ্! বাজেট আর রিসোর্সটাও কিন্তু ঠিক করে ফেলতে হবে।
এরপর সবার মাঝে কাজ ভাগ করে দেবে। কে কী করবে, কার সাথে কে দেখা করবে এবং কে ফলো-আপ করবে সব ঠিক করে নিতে হবে।
এরপর কী করবো, ভাইয়া
কাজ ঠিকমত আগাচ্ছে কী না, স্টেকহোল্ডাররা আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে কী না, এগুলো মনিটর করতে হবে। প্রয়োজনে কৌশল পরিবর্তন করতে হবে। আশা করা যায় এভাবে এগিয়ে গেলে ভালো একটা ফল আসবে।

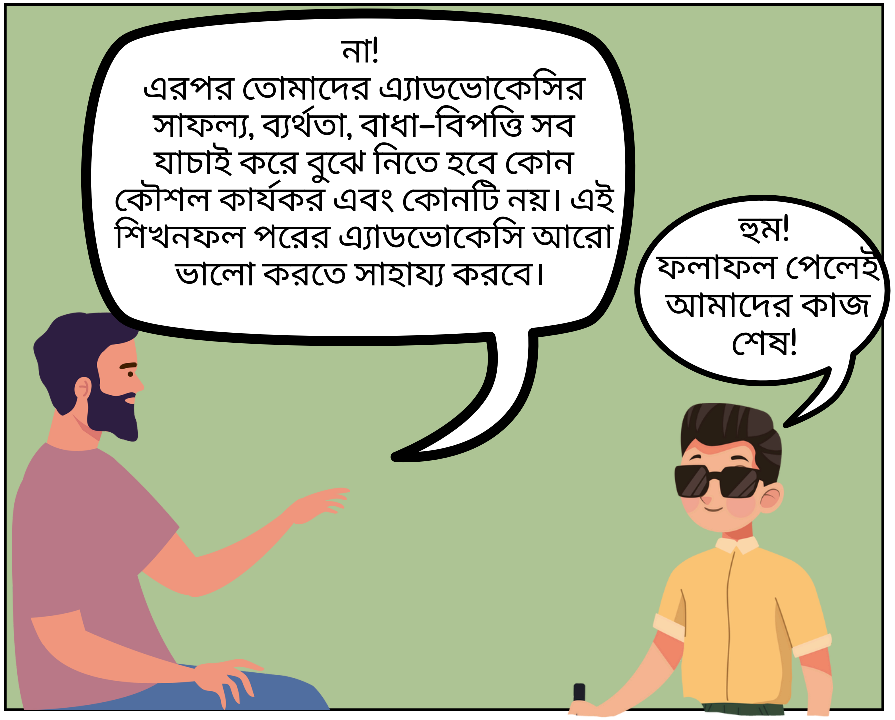
না! এরপর তোমাদের এ্যাডভোকেসির সাফল্য, ব্যর্থতা, বাধা-বিপত্তি সব যাচাই করে বুঝে নিতে হবে কোন কৌশল কার্যকর এবং কোনটি নয়। এই শিখনফল পরের এ্যাডভোকেসি আরো ভালো করতে সাহায্য করবে।
হুম! ফলাফল পেলেই আমাদের কাজ শেষ!

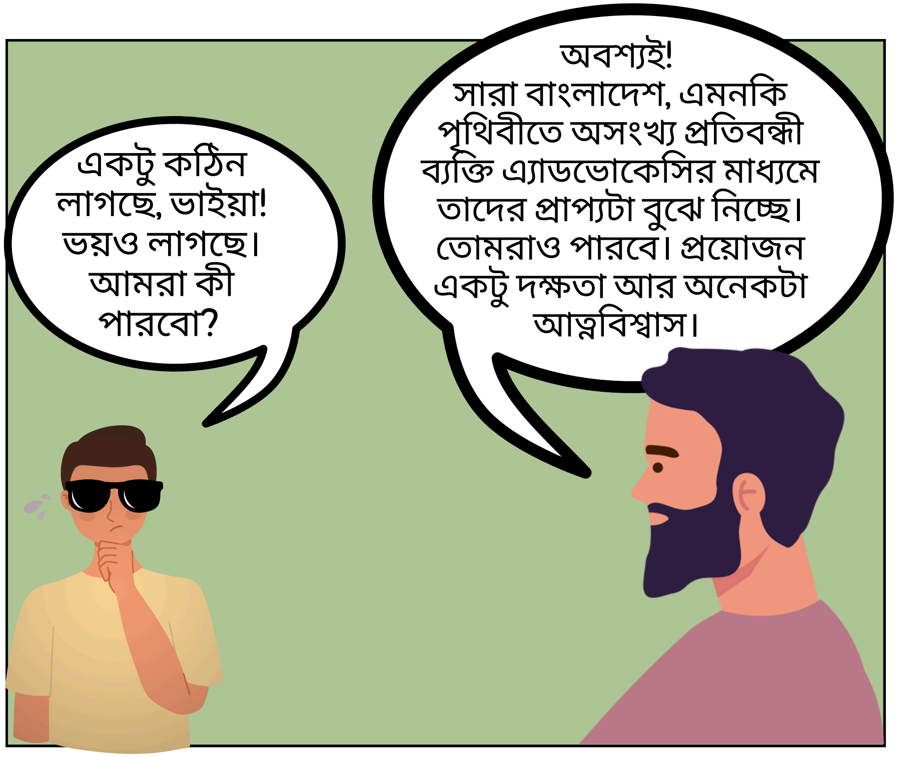
একটু কঠিন লাগছে, ভাইয়া! ভয়ও লাগছে। আমরা কী পারবো?
অবশ্যই! সারা বাংলাদেশ, এমনকি পৃথিবীতে অসংখ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে তাদের প্রাপ্যটা বুঝে নিচ্ছে। তোমরাও পারবে। প্রয়োজন একটু দক্ষতা আর অনেকটা আত্মবিশ্বাস।

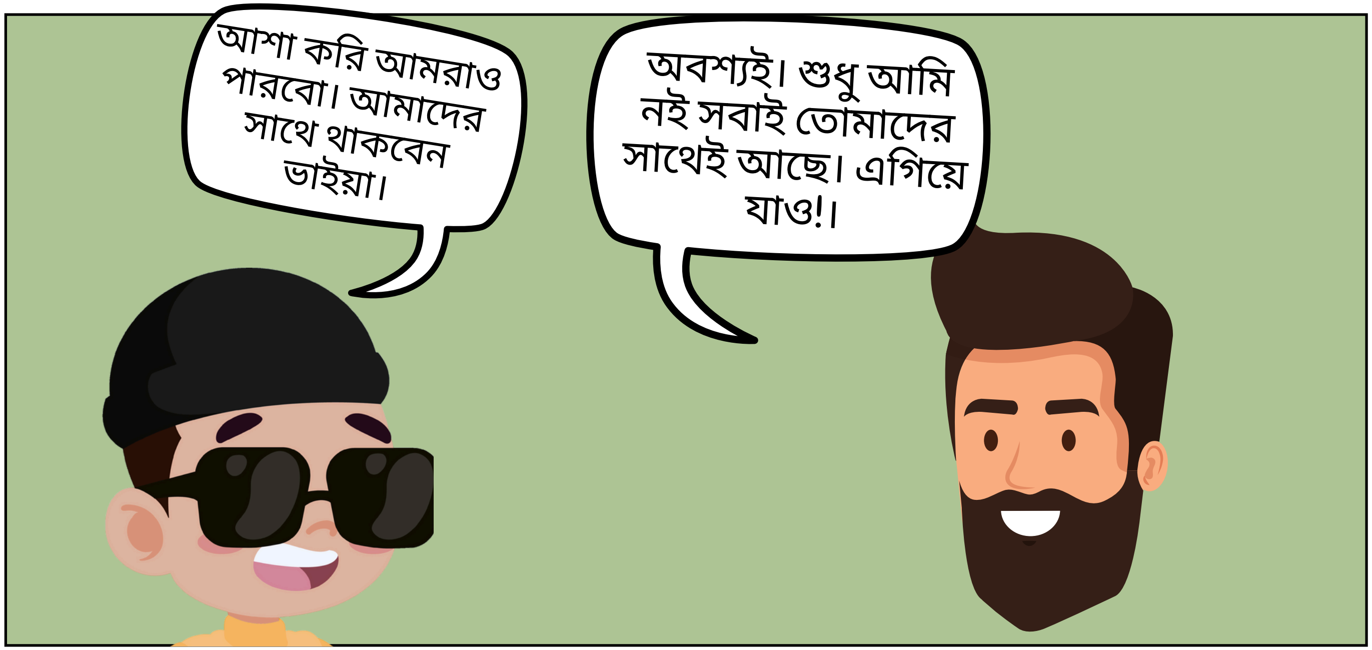
আশা করি আমরাও পারবো। আমাদের সাথে থাকবেন ভাইয়া।
অবশ্যই। শুধু আমি নই সবাই তোমাদের সাথেই আছে। এগিয়ে যাও!।

sense international

CDD Centre for Disability in Development

Bringing hope, dignity and meaning to life